প্রথম আলো

11-2-MAR-2015

পুল শিক্ষক

কবি কাজী কাদের নেওয়াজের লেখা বিখ্যাত কবিতা 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায় শিক্ষককে যে মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে, তা অতুলনীয়। কিন্তু আজ, আমাদের পুল শিক্ষকদের যে অবস্থা, তাতে শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি-কাম-প্রহরীর সঙ্গেও তুলনা দেওয়া যায় না।

২০১২ সালের ১৪ আগস্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার যে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়, সেখানে ১২ হাজার ৭০১ জন প্রার্থীকে তখনই শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং ১৫ হাজার ১৯ জন প্রার্থীকে পরবর্তী সময়ে নিয়োগ দেওয়া হবে বলে 'শিক্ষক পুল' হিসেবে বাছাই করা হয়।

কথা ছিল, ছয় মাস পুল হিসেবে পাঠদানের পর এই শিক্ষকেরা সেখান থেকে সরাসরি শূন্য পদে নিয়োগ পাবেন। ২০১৪ সালের শেষ দিকে বিভিন্ন শর্তের বিনিময়ে তাঁদের নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু সেসব শর্ত বড়ই অমানবিক, বড়ই নিষ্ঠুর। এ যেন এক করুণ পরিহাসের নিয়োগ।

কেননা, এসব শিক্ষকের নির্দিষ্ট কোনো পরিচয়ই নেই। সারা দেশে সহকারী শিক্ষকের অনেক শূন্য পদ বিদ্যমান। এই শূন্য পদে শিক্ষক পুলের শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়ার কোনো নিয়ম কি তৈরি করা সম্ভব নয়? মানুষের জীবনের চেয়ে কি নিয়ম বড়? জীবন কি মূল্যহীন? এই কি শিক্ষকের মর্যাদা?

সুলতানা রাজিয়া, জয়পুরহাট।